খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা

খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ২য় সাধারণ সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	:	জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক, মাননীয় মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
পরিচালনায়	:	জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
সভার স্থান	:	শহীদ আলতাফ মিলনায়তন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ ও দিন-ক্ষণ	:	৩১/০১/২০২৪, বুধবার, বেলা ১১-০০ ঘটিকায়

সভায় উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) :

১. জনাব মোঃ শাহাদাত মিনা
২. জনাব এস,এম মনিরুজ্জামান
৩. জনাব মোঃ আব্দুস সালাম
৪. জনাব গোলাম রব্বানী
৫. জনাব শেখ মোহাম্মাদ আলী
৬. জনাব শেখ শামসুদ্দিন আহম্মেদ
৭. জনাব শেখ মিস্টার খালিদ আহমেদ
৮. জনাব মোঃ সাহিদুর রহমান
৯. জনাব এম ডি মাহফুজুর রহমান
১০. জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম
১১. জনাব মোঃ শফিকুল আলম
১২. জনাব এস.এম খুরশিদ আহম্মেদ
১৩. জনাব শেখ মফিজুর রহমান পলাশ
১৪. জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম (মুন্না)
১৫. জনাব শেখ হাসান ইফতেখার চালু
১৬. জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ
১৭. জনাব এস,এম রাজুল হাসান রাজু
১৮. জনাব মোঃ জাকির হোসেন বিপ্লব
১৯. জনাব শেখ মোঃ গাউসুল আজম
২০. জনাব মোঃ ইমরুল হাসান
২১. জনাব আলহাজ্ব ইমাম হাসান চৌধুরী ময়না
২২. জনাব মোঃ আলী আকবর
২৩. জনাব এস, এম, রফিউদ্দিন আহম্মেদ
২৪. জনাব মোহাম্মাদ জিয়াউল আহসান
২৫. জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম
২৬. জনাব এস এম মোজাফফর রশিদী রেজা

সভায় উপস্থিত সংরক্ষিত আসনের সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) :

১. জনাব মনিরা আক্তার
২. জনাব রাফিজা
৩. জনাব খাদিজা সুলতানা
৪. জনাব এ্যাডঃ মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু
৫. জনাব রোজী ইসলাম
৬. জনাব মাহমুদা বেগম
৭. জনাব কনিকা সাহা
৮. জনাব মাজেদা খাতুন
৯. জনাব জেসমিন পারভীন জলি

সভায় উপস্থিত সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দঃ

১. বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা।
২. পুলিশ কমিশনার, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ, খুলনা এর প্রতিনিধি।
৩. চীফ জেনারেল ম্যানেজার, চীফ জেনারেল ম্যানেজারের কার্যালয়, বিটিসিএল, দক্ষিণাঞ্চল, খুলনা।
৪. তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, খুলনা।
৫. তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা।
৬. চেয়ারম্যান, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওজোপাডিকো লিঃ, খুলনা এর পক্ষে প্রতিনিধি।
৮. সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, খুলনা।
৯. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা ওয়াসা, খুলনা।
১০. পরিচালক, র‍্যাব-৬, খুলনা।
১১. স্টেশন মাস্টার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, খুলনা।

সভার শুরুতে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র মহোদয় উপস্থিত মাননীয় মেয়র মহোদয়সহ সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং কেসিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে সালাম ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। অত:পর সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। প্রথমে তিনি কোরআন থেকে তেলাওয়াত করার জন্য অনুরোধ জানালে মুফতি মোঃ রফিকুল ইসলাম পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন। এ পর্যায়ে কেডিএ'র **চেয়ারম্যান মহোদয়** বলেন খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নাগরিকদের বিভিন্ন সেবা দিয়ে থাকে। সেবার মানের ক্ষেত্রে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানো হয়তো সম্ভব হয়নি। সেবা গ্রহীতা যখন সেবা নিতে যেমন প্রথমে NOC নেয়ার জন্য কেডিএ-তে গেলে তখন অন লাইনে আবেদন করতে হয়। ঐ ফাইলটি কত দিন পেন্ডিং আছে তা অন লাইনে দেখা যাবে। এ মূহর্তে কেডিএ-তে কার কাছে কতটি ফাইল পেন্ডিং আছে এ বিষয়টি অন লাইনে সকলের সামনে তা দেখিয়ে দেন। কোন কর্মকর্তা একটা ফাইল ৩/৪/৫ দিনের বেশি রাখতে পারবেনা।

অন লাইনে আপলোড করায় একটা সিস্টেমের কারণে কোন বিষয় ইচ্ছা করলে কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী কেডিএ'র চেয়ারম্যানের অনুমতি ছাড়া ডিলিট করতে পারবে না। কেডিএ-তে সব বিষয়ে অন লাইন সিস্টেম হওয়ার কারণে কয়েক মাসে সেখানে কাজের অনেক গতি ফিরে এসেছে। প্লান পাশের জন্য নঁকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রেও তিনি বিষয়টি অন লাইনে অবলোকন করেন। এ বিষয়ে প্রক্রিয়াধীন আবেদন সংখ্যা জানুয়ারি মাসে কতটি আছে, সেগুলো প্রকৃত অবস্থা কি তা দেখা যাবে। আবেদন অসম্পূর্ণ থাকলে তাকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়। এই চিঠির কপিও অনলাইনে আপ-লোড করা আছে। কার কাছে আবেদনটা আছে অন লাইনে তা দেখা যায়। একজন NOC শাখার স্বাক্ষর জাল করে নকশা অনুমোদন দিয়েছে। অন লাইন সিস্টেম হওয়ার কারণে গত সপ্তাহে নঁকশা অনুমোদন কমিটির সভায় সেটা ধরা পড়েছে। সাথে সাথে বিষয়টি পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদন করার পর ১৫দিন পার হয়ে যাওয়ার ফলে নঁকশা অনুমোদন হয় নাই মর্মে তাকে চিঠি দেয়া হয়েছে। এভাবে সব কিছু অন লাইনে আপ-লোড থাকে বলে কেডিএ থেকে এখন সেবা পাওয়া সহজ। এ সভায় আশ্বস্ত করে বলেন, এখন কেডিএ-তে অন্য রকম কিছু হওয়ার সুযোগ নাই। কেডিএ'র ওয়েব সাইটে এখন সব তথ্য অবলোকন করা যায়। জমি ক্রয় করে সেখান প্লান পাশ করতে গেলে পূর্বে নিচু জমি বা জলাশয় ছিল কিনা ডিটেইল প্লান ম্যাপ থেকে সেই তথ্য পাওয়া যাবে। কেডিএ ১০০% অটোমেশন হয়ে যাচ্ছে। কেডিএ'র ওয়েব সাইট থেকে সে তথ্যও জানা যাবে। সুতরাং জমি কেনার আগে সেটা জলাশয় কিনা দেখে নেয়া যাবে মর্মে তিনি সভায় সকলকে অবহিত করেন। অভিযোগের ক্ষেত্রে প্রমাণসহ অভিযোগ দাখিল করলে অবশ্যই এ্যাকশন হবে। কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী অন্যায় করলে যে করেছে তার নাম বলতে হবে, কেডিএ অন্যায় করেছে সেটা না বলার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। কেডিএ সরকারের একটা অর্গান। তাই তিনি কেডিএ-কে শক্তিশালী করতে চান। মাননীয় মেয়র মহোদয় আমাদের অনেক উর্দ্ধে। তাঁর সাথে থেকে একত্রে মিলে খুলনার উন্নয়নে কাজ করতে চান।

খুলনা ওয়াশার প্রকল্পের রাস্তা ফোর লেনের মধ্যে তারা টু লেনে রেখেছে এবং টু লেনের চওড়া ২৬ ফিট। এর মধ্যে ১১ ফুট ×২৫ ফুট লম্বা এবং ২৬ফুট গর্ত এ রকম ২.৫ তলা বিল্ডিং এর মত গভীর হবে। এ রকম ৫০টি পিট হবে। এ প্রকল্পে এ রকম ডিজাইন করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের সচিব মহোদয়ের সাথে তিনি এ বিষয়ে কথা বলেছেন। এ বিষয়ে আগামি ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২৪ তারিখে তারা একটা সভা আহবান করেছেন। উক্ত সভায় এটা উপস্থাপন করা হবে।

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১। গত ১১/১০/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ১ম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পঠন ও নিশ্চিতকরণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব),** কেসিসি বলেন, গত ১১/১০/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত কেসিসি'র ১ম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সকলের সামনে বোর্ডে দেয়া হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরণীতে যদি কোন সংশোধনী অথবা কোন সংযোজন-বিয়োজন থাকে তবে তা উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ জানান। উল্লিখিত কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী বা সংযোজন-বিয়োজন না থাকায় মেয়র মহোদয়সহ সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ এবং উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে ১ম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ১১/১০/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ১ম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
২। (ক) খুলনা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের প্রশাসক ও খুলনা পৌরসভার শেষ চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম (খ) খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ১৪নং ওয়ার্ডের সাবেক সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব শেখ মোসারাফ হোসেন (গ) স্বনামধন্য কবি ও উপন্যাসিক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক জনাব আবু বকর সিদ্দিক (ঘ) সাবেক কৃতি ফুটবলার ও বিকেএসপি'র সাবেক প্রশিক্ষক জনাব এস এম মনসুর আহম্মেদ এবং (ঙ) খুলনার বিশিষ্ট সিনিয়র সাংবাদিক জনাব জ্যোতির্ময় মল্লিক এর মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ।	**মাননীয় মেয়র মহোদয়** উপস্থিত সকলের প্রতি সালাম ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। অত:পর তিনি এ শহরের মৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে (১) খুলনা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সাবেক প্রশাসক ও খুলনা পৌরসভার সর্বশেষ চেয়ারম্যান এবং হাজী মুহসিন রোডের অধিবাসী জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম (২) কেসিসি'র ১৪নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর বয়রা মধ্যপাড়ার অধিবাসী জনাব শেখ মোসারাফ হোসেন (৩) খুলনা স্বনামধন্য কবি ও উপন্যাসিক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক জনাব আবু বকর সিদ্দিক (৪) সাবেক কৃতি ফুটবলার ও বিকেএসপি'র সাবেক প্রশিক্ষক ছোট মির্জাপুরস্থ বাসিন্দা জনাব এস,এম মনসুর আহম্মেদ ও (৫) খুলনার বিশিষ্ট সাংবাদিক বরেণ্য ছড়াকার ও শিশু-সাহিত্যিক বটিয়াঘাটা উপজেলার বয়ারভাঙ্গা গ্রামের অধিবাসী জনাব জ্যোতির্ময় মল্লিক এর মৃত্যুতে তাঁদের জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। খুলনা শহরের এই খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ মৃত্যুবরণ করায় তিনি শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং শোক প্রস্তাব গ্রহণ করার অভিমত ব্যক্ত করেন। অত্র কার্যবিবরণীর কপি মৃত ব্যক্তিগণের পরিবারে পৌঁছে দেয়ার জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে (ক) খুলনা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের প্রশাসক ও খুলনা পৌরসভার শেষ চেয়ারম্যান এবং হাজী মুহসিন রোডের অধিবাসী জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম (খ) খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ১৪নং ওয়ার্ডের সাবেক সম্মানিত কাউন্সিলর এবং বয়রা মধ্যপাড়ার অধিবাসী জনাব শেখ মোসারাফ হোসেন (গ) খুলনার স্বনামধন্য কবি ও উপন্যাসিক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক জনাব আবু বকর সিদ্দিক (ঘ) সাবেক কৃতি ফুটবলার ও বিকেএসপি'র সাবেক প্রশিক্ষক এবং ছোট মির্জাপুরস্থ বাসিন্দা জনাব এস এম মনসুর আহম্মেদ এবং (ঙ) খুলনার বিশিষ্ট সিনিয়র সাংবাদিক, বরেণ্য ছড়াকার ও শিশু-সাহিত্যিক বটিয়াঘাটা উপজেলার বয়ারভাঙ্গা গ্রামের অধিবাসী জনাব জ্যোতির্ময় মল্লিক মৃত্যুবরণ করায় তাদের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
৩। সিটি কর্পোরেশন আইন-২০০৯ এর ৫০ ধারা অনুযায়ী কেসিসি'র বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি গঠন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** সিটি কর্পোরেশন আইন-২০০৯ এর ৫০ ধারা অনুযায়ী কেসিসি'র বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি গঠন সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, আইনে বলা আছে কর্পোরেশনের প্রথম সভায় অথবা যথাশীঘ্র সম্ভব তৎপরবর্তী সভায় স্থায়ী কমিটি গঠন করতে হবে, যার মেয়াদ হবে দুই বছর ছয় মাস। এ মেয়াদ উর্ত্তীর্ণ হওয়ার পর নতুন করে আবার স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠন করতে হবে। ৫০ ধারার বিধান মতে ১৪টি স্থায়ী কমিটি গঠনের নির্দেশনা রয়েছে এবং আরো কোন বিষয় থাকলে অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি গঠন করা যাবে। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, স্বাভাবিকভাবে সিটি কর্পোরেশনের নতুন পরিষদ গঠনের পর স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। প্রতি বারের ন্যায় সিনিয়র সম্মানিত কাউন্সিলরদের নিয়ে কমিটি গঠন করে উক্ত কমিটির উপর স্থায়ী কমিটি গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয়। উক্ত কমিটি ১৮টি স্থায়ী কমিটি গঠন করে তাঁর নিকট দাখিল করে এবং তা সাধারণ সভায় এজেন্ডা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বোর্ডে সকলের সামনে গঠিত এ স্থায়ী কমিটিগুলো দেয়া হয়েছে। উক্ত স্থায়ী কমিটি সম্পর্কে যদি কারো কোন বক্তব্য বা প্রস্তাব থাকে তবে তা বলার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। **জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭,** কেসিসি বলেন, তিনিসহ ১৫, ২৯, ৩০, ২৫, ২৭, ৫ এবং ১৩নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর এর সমন্বয়ে গঠিত কমিটি অন্যান্য কাউন্সিলরদের সাথে পরামর্শক্রমে তাদের মতামত গ্রহণ করে ১৮টি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত স্থায়ী কমিটিগুলোর মধ্যে দুই-এক জনের পদ পরিবর্তন হতে পারে। তিনি আরো বলেন, ৫০ ধারার বিধানে আছে একজন কাউন্সিলর একটা স্থায়ী কমিটিতে সভাপতি হতে পারবে এবং সভাপতির পদসহ মোট দুইটি স্থায়ী কমিটিতে থাকতে পারবে। সেই হিসেবে তিনি গঠিত বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির বিস্তারিত আলোচনাসহ বিভিন্ন পদ সম্পর্কে আলোকপাত করেন। অত্র সভায় কেসিসি'র সাধারণ ওয়ার্ড ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে এবং মেয়র মহোদয়ের সম্মতিতে কমিটি কর্তৃক সৃষ্ট স্থায়ী কমিটিসমূহের পদ রদ-বদল বা পরিবর্তন করে সাধারণ সভার মাধ্যমে নিম্নে বর্ণিত ১৮টি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয় :

স্থায়ী কমিটি	ক্রঃ নং	নাম	ওয়ার্ড / সংরক্ষিত আসন নং	পদবি
(১) অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি	১	জনাব মোঃ সাহিদুর রহমান	৮	সভাপতি
	২	জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম	২৯	সদস্য
	৩	জনাব মোহাম্মাদ জিয়াউল আহসান	২৮	সদস্য
	৪	জনাব মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু	সংরক্ষিত আসন নং-৫	সদস্য
	৫	জনাব জেসমিন পারভীন জলি	সংরক্ষিত আসন নং-১০	সদস্য

স্থায়ী কমিটি	ক্রঃ নং	নাম	ওয়ার্ড / সংরক্ষিত আসন নং	পদবি
(২) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটি	১	জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ	১৭	সভাপতি
	২	জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম	২৯	সদস্য
	৩	জনাব মোঃ আলী আকবর	২৫	সদস্য
	৪	জনাব জেড এ মাহমুদ	২৪	সদস্য
	৫	জনাব আলহাজ্ব ইমাম হাসান চৌধুরী ময়না	২৩	সদস্য

স্থায়ী কমিটি	ক্রঃ নং	নাম	ওয়ার্ড / সংরক্ষিত আসন নং	পদবি
(৩) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ী কমিটি	১	জনাব শেখ মোহাম্মাদ আলী	৫	সভাপতি
	২	জনাব মোঃ আব্দুস সালাম	৩	সদস্য
	৩	জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	১০	সদস্য
	৪	জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ	১৭	সদস্য
	৫	জনাব রাফিজা	সংরক্ষিত আসন নং-৩	সদস্য

স্থায়ী কমিটি	ক্রঃ নং	নাম	ওয়ার্ড / সংরক্ষিত আসন নং	পদবি
(৪) নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি	১	জনাব এম ডি মাহফুজুর রহমান	৯	সভাপতি
	২	জনাব এস, এম, রফিউদ্দিন আহম্মেদ	২৭	সদস্য
	৩	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম (মুন্না)	১৫	সদস্য
	৪	জনাব শেখ মিস্টার খালিদ আহমেদ	৭	সদস্য
	৫	জনাব রোজী ইসলাম	সংরক্ষিত আসন নং-৬	সদস্য

স্থায়ী কমিটি	ক্রঃ নং	নাম	ওয়ার্ড / সংরক্ষিত আসন নং	পদবি
(৫) হিসাব নিরীক্ষা ও রক্ষণ স্থায়ী কমিটি	১	জনাব মনিরা আক্তার	সংরক্ষিত আসন নং-১	সভাপতি
	২	জনাব কাজী আবুল কালাম আজাদ বিকু	২২	সদস্য
	৩	জনাব মোঃ আরিফ হোসেন	৩১	সদস্য
	৪	জনাব সাহিদা বেগম	সংরক্ষিত আসন নং-২	সদস্য

স্থায়ী কমিটি	ক্রঃ নং	নাম	ওয়ার্ড / সংরক্ষিত আসন নং	পদবি
(৬) নগর অবকাঠামো নির্মাণ ও সংরক্ষণ স্থায়ী কমিটি	১	জনাব মোহাম্মাদ জিয়াউল আহসান	২৮	সভাপতি
	২	জনাব গোলাম মাওলা শানু	২৬	সদস্য
	৩	জনাব মোঃ ইমরুল হাসান	২১	সদস্য
	৪	জনাব মাজেদা খাতুন	সংরক্ষিত আসন নং-৯	সদস্য

স্থায়ী কমিটি	ক্রঃ নং	নাম	ওয়ার্ড / সংরক্ষিত আসন নং	পদবি
(৭) পানি ও বিদ্যুৎ স্থায়ী কমিটি	১	জনাব শেখ শামসুদ্দিন আহম্মেদ	৬	সভাপতি
	২	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম (মুন্না)	১৫	সদস্য
	৩	জনাব মোঃ শফিকুল আলম	১২	সদস্য
	৪	জনাব মোঃ নাইমুল ইসলাম (খালেদ)	১১	সদস্য

স্থায়ী কমিটি	ক্রঃ নং	নাম	ওয়ার্ড / সংরক্ষিত আসন নং	পদবি
(৮) সমাজ কল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার স্থায়ী কমিটি	১	জনাব কনিকা সাহা	সংরক্ষিত আসন নং-৮	সভাপতি
	২	জনাব এস, এম, রফিউদ্দিন আহম্মেদ	২৭	সদস্য
	৩	জনাব গোলাম রব্বানী	৪	সদস্য
	৪	জনাব শেখ শামসুদ্দিন আহম্মেদ	৬	সদস্য

স্থায়ী কমিটি	ক্রঃ নং	নাম	ওয়ার্ড / সংরক্ষিত আসন নং	পদবি
(৯) পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি	১	জনাব মোঃ শাহাদাত মিনা	১	সভাপতি
	২	জনাব শেখ মোঃ গাউসুল আজম	২০	সদস্য
	৩	জনাব এস,এম, খুরশিদ আহম্মেদ	১৩	সদস্য
	৪	জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	১০	সদস্য

স্থায়ী কমিটি	ক্রঃ নং	নাম	ওয়ার্ড / সংরক্ষিত আসন নং	পদবি
(১০) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি স্থায়ী কমিটি	১	জনাব শেখ মিস্টার খালিদ আহমেদ	৭	সভাপতি
	২	জনাব শেখ মোঃ গাউসুল আজম	২০	সদস্য
	৩	জনাব শেখ মোহাম্মাদ আলী	৫	সদস্য
	৪	জনাব মোঃ সাহিদুর রহমান	৮	সদস্য

স্থায়ী কমিটি	ক্রঃ নং	নাম	ওয়ার্ড / সংরক্ষিত আসন নং	পদবি
(১১) জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন স্থায়ী কমিটি	১	জনাব এস,এম মনিরুজ্জামান	২	সভাপতি
	২	জনাব এস এম মোজাফফর রশিদী রেজা	৩০	সদস্য
	৩	জনাব জেসমিন পারভীন জলি	সংরক্ষিত আসন-১০	সদস্য
	৪	জনাব মাহমুদা বেগম	সংরক্ষিত আসন-৭	সদস্য
	৫	জনাব মোঃ শাহাদাত মিনা	১	সদস্য

স্থায়ী কমিটি	ক্রঃ নং	নাম	ওয়ার্ড / সংরক্ষিত আসন নং	পদবি
(১২) যোগাযোগ স্থায়ী কমিটি	১	জনাব মোঃ জাকির হোসেন বিপ্লব	১৯	সভাপতি
	২	জনাব মোঃ আব্দুস সালাম	৩	সদস্য
	৩	জনাব এম ডি মাহফুজুর রহমান	৯	সদস্য
	৪	জনাব মোঃ নাইমুল ইসলাম (খালেদ)	১১	সদস্য
	৫	জনাব মোঃ শফিকুল আলম	১২	সদস্য

স্থায়ী কমিটি	ক্রঃ নং	নাম	ওয়ার্ড / সংরক্ষিত আসন নং	পদবি
(১৩) বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী কমিটি	১	জনাব শেখ হাসান ইফতেখার চালু	১৬	সভাপতি
	২	জনাব এস এম মোজাফফর রশিদী রেজা	৩০	সদস্য
	৩	জনাব এস,এম রাজুল হাসান রাজু	১৮	সদস্য
	৪	জনাব মোঃ ইমরুল হাসান	২১	সদস্য
	৫	জনাব সাহিদা বেগম	সংরক্ষিত আসন নং-২	সদস্য

স্থায়ী কমিটি	ক্রঃ নং	নাম	ওয়ার্ড / সংরক্ষিত আসন নং	পদবি
(১৪) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটি	১	জনাব গোলাম মাওলা শানু	২৬	সভাপতি
	২	জনাব কাজী আবুল কালাম আজাদ বিকু	২২	সদস্য
	৩	জনাব মোঃ আরিফ হোসেন	৩১	সদস্য
	৪	জনাব মাহমুদা বেগম	সংরক্ষিত আসন নং-৭	সদস্য

স্থায়ী কমিটি	ক্রঃ নং	নাম	ওয়ার্ড / সংরক্ষিত আসন নং	পদবি
(১৫) প্রোপার্টি স্থায়ী কমিটি	১	জনাব এস,এম রাজুল হাসান রাজু	১৮	সভাপতি
	২	জনাব শেখ হাসান ইফতেখার চালু	১৬	সদস্য
	৩	জনাব শেখ মফিজুর রহমান পলাশ	১৪	সদস্য
	৪	জনাব গোলাম রব্বানী	৪	সদস্য
	৫	জনাব মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু	সংরক্ষিত আসন নং-৫	সদস্য

স্থায়ী কমিটি	ক্রঃ নং	নাম	ওয়ার্ড / সংরক্ষিত আসন নং	পদবি
(১৬) স্টোর স্থায়ী কমিটি	১	জনাব রোজী ইসলাম	সংরক্ষিত আসন নং-৬	সভাপতি
	২	জনাব শেখ মফিজুর রহমান পলাশ	১৪	সদস্য
	৩	জনাব এস,এম মনিরুজ্জামান	২	সদস্য
	৪	জনাব খাদিজা সুলতানা	সংরক্ষিত আসন নং-৪	সদস্য

স্থায়ী কমিটি	ক্রঃ নং	নাম	ওয়ার্ড / সংরক্ষিত আসন নং	পদবি
(১৭) গ্যারেজ স্থায়ী কমিটি	১	জনাব জেড এ মাহমুদ	২৪	সভাপতি
	২	জনাব মোঃ আলী আকবর	২৫	সদস্য
	৩	জনাব আলহাজ্ব ইমাম হাসান চৌধুরী ময়না	২৩	সদস্য
	৪	জনাব এস,এম, খুরশিদ আহম্মেদ	১৩	সদস্য
	৫	জনাব মোঃ জাকির হোসেন বিপ্লব	১৯	সদস্য

স্থায়ী কমিটি	ক্রঃ নং	নাম	ওয়ার্ড / সংরক্ষিত আসন নং	পদবি
(১৮) নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	১	জনাব মাজেদা খাতুন	সংরক্ষিত আসন নং-৯	সভাপতি
	২	জনাব রাফিজা	সংরক্ষিত আসন নং-৩	সদস্য
	৩	জনাব কনিকা সাহা	সংরক্ষিত আসন নং-৮	সদস্য
	৪	জনাব মনিরা আক্তার	সংরক্ষিত আসন নং-১	সদস্য
	৫	জনাব খাদিজা সুলতানা	সংরক্ষিত আসন নং-৪	সদস্য

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে সিটি কর্পোরেশন আইন-২০০৯ এর ৫০ ধারা অনুযায়ী খুলনা সিটি কর্পোরেশনে নিম্নোক্ত মোট ১৮টি স্থায়ী কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা

স্থায়ী কমিটি	ক্রঃ নং	নাম	ওয়ার্ড / সংরক্ষিত আসন নং	পদবি
(১) অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি	১	জনাব মোঃ সাহিদুর রহমান	৮	সভাপতি
	২	জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম	২৯	সদস্য
	৩	জনাব মোহাম্মাদ জিয়াউল আহসান	২৮	সদস্য
	৪	জনাব মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু	সংরক্ষিত আসন নং-৫	সদস্য
	৫	জনাব জেসমিন পারভীন জলি	সংরক্ষিত আসন নং-১০	সদস্য

স্থায়ী কমিটি	ক্রঃ নং	নাম	ওয়ার্ড / সংরক্ষিত আসন নং	পদবি
(২) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটি	১	জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ	১৭	সভাপতি
	২	জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম	২৯	সদস্য
	৩	জনাব মোঃ আলী আকবর	২৫	সদস্য
	৪	জনাব জেড এ মাহমুদ	২৪	সদস্য
	৫	জনাব আলহাজ্ব ইমাম হাসান চৌধুরী ময়না	২৩	সদস্য

স্থায়ী কমিটি	ক্রঃ নং	নাম	ওয়ার্ড / সংরক্ষিত আসন নং	পদবি
(৬) নগর অবকাঠামো নির্মাণ ও সংরক্ষণ স্থায়ী কমিটি	১	জনাব মোহাম্মাদ জিয়াউল আহসান	২৮	সভাপতি
	২	জনাব গোলাম মাওলা শানু	২৬	সদস্য
	৩	জনাব মোঃ ইমরুল হাসান	২১	সদস্য
	৪	জনাব মাজেদা খাতুন	সংরক্ষিত আসন নং-৯	সদস্য

স্থায়ী কমিটি	ক্রঃ নং	নাম	ওয়ার্ড / সংরক্ষিত আসন নং	পদবি
(৭) পানি ও বিদ্যুৎ স্থায়ী কমিটি	১	জনাব শেখ শামসুদ্দিন আহম্মেদ	৬	সভাপতি
	২	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম (মুন্না)	১৫	সদস্য
	৩	জনাব মোঃ শফিকুল আলম	১২	সদস্য
	৪	জনাব মোঃ নাইমুল ইসলাম (খালেদ)	১১	সদস্য

স্থায়ী কমিটি	ক্রঃ নং	নাম	ওয়ার্ড / সংরক্ষিত আসন নং	পদবি
(৮) সমাজ কল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার স্থায়ী কমিটি	১	জনাব কনিকা সাহা	সংরক্ষিত আসন নং-৮	সভাপতি
	২	জনাব এস, এম, রফিউদ্দিন আহম্মেদ	২৭	সদস্য
	৩	জনাব গোলাম রব্বানী	৪	সদস্য
	৪	জনাব শেখ শামসুদ্দিন আহম্মেদ	৬	সদস্য

স্থায়ী কমিটি	ক্রঃ নং	নাম	ওয়ার্ড / সংরক্ষিত আসন নং	পদবি
(৯) পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি	১	জনাব মোঃ শাহাদাত মিনা	১	সভাপতি
	২	জনাব শেখ মোঃ গাউসুল আজম	২০	সদস্য
	৩	জনাব এস,এম, খুরশিদ আহম্মেদ	১৩	সদস্য
	৪	জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	১০	সদস্য

স্থায়ী কমিটি	ক্রঃ নং	নাম	ওয়ার্ড / সংরক্ষিত আসন নং	পদবি
(১০) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি স্থায়ী কমিটি	১	জনাব শেখ মিস্টার খালিদ আহমেদ	৭	সভাপতি
	২	জনাব শেখ মোঃ গাউসুল আজম	২০	সদস্য
	৩	জনাব শেখ মোহাম্মাদ আলী	৫	সদস্য
	৪	জনাব মোঃ সাহিদুর রহমান	৮	সদস্য

স্থায়ী কমিটি	ক্রঃ নং	নাম	ওয়ার্ড / সংরক্ষিত আসন নং	পদবি
(১১) জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন স্থায়ী কমিটি	১	জনাব এস,এম মনিরুজ্জামান	২	সভাপতি
	২	জনাব এস এম মোজাফফর রশিদী রেজা	৩০	সদস্য
	৩	জনাব জেসমিন পারভীন জলি	সংরক্ষিত আসন-১০	সদস্য
	৪	জনাব মাহমুদা বেগম	সংরক্ষিত আসন-৭	সদস্য
	৫	জনাব মোঃ শাহাদাত মিনা	১	সদস্য

স্থায়ী কমিটি	ক্রঃ নং	নাম	ওয়ার্ড / সংরক্ষিত আসন নং	পদবি
(১২) যোগাযোগ স্থায়ী কমিটি	১	জনাব মোঃ জাকির হোসেন বিপ্লব	১৯	সভাপতি
	২	জনাব মোঃ আব্দুস সালাম	৩	সদস্য
	৩	জনাব এম ডি মাহফুজুর রহমান	৯	সদস্য
	৪	জনাব মোঃ নাইমুল ইসলাম (খালেদ)	১১	সদস্য
	৫	জনাব মোঃ শফিকুল আলম	১২	সদস্য

স্থায়ী কমিটি	ক্রঃ নং	নাম	ওয়ার্ড / সংরক্ষিত আসন নং	পদবি
(১৩) বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী কমিটি	১	জনাব শেখ হাসান ইফতেখার চালু	১৬	সভাপতি
	২	জনাব এস এম মোজাফফর রশিদী রেজা	৩০	সদস্য
	৩	জনাব এস,এম রাজুল হাসান রাজু	১৮	সদস্য
	৪	জনাব মোঃ ইমরুল হাসান	২১	সদস্য
	৫	জনাব সাহিদা বেগম	সংরক্ষিত আসন নং-২	সদস্য

স্থায়ী কমিটি	ক্রঃ নং	নাম	ওয়ার্ড / সংরক্ষিত আসন নং	পদবি
(১৪) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটি	১	জনাব গোলাম মাওলা শানু	২৬	সভাপতি
	২	জনাব কাজী আবুল কালাম আজাদ বিকু	২২	সদস্য
	৩	জনাব মোঃ আরিফ হোসেন	৩১	সদস্য
	৪	জনাব মাহমুদা বেগম	সংরক্ষিত আসন নং-৭	সদস্য

স্থায়ী কমিটি	ক্রঃ নং	নাম	ওয়ার্ড / সংরক্ষিত আসন নং	পদবি
(১৫) প্রোপার্টি স্থায়ী কমিটি	১	জনাব এস,এম রাজুল হাসান রাজু	১৮	সভাপতি
	২	জনাব শেখ হাসান ইফতেখার চালু	১৬	সদস্য
	৩	জনাব শেখ মফিজুর রহমান পলাশ	১৪	সদস্য
	৪	জনাব গোলাম রব্বানী	৪	সদস্য
	৫	জনাব মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু	সংরক্ষিত আসন নং-৫	সদস্য

স্থায়ী কমিটি	ক্রঃ নং	নাম	ওয়ার্ড / সংরক্ষিত আসন নং	পদবি
(১৬) স্টোর স্থায়ী কমিটি	১	জনাব রোজী ইসলাম	সংরক্ষিত আসন নং-৬	সভাপতি
	২	জনাব শেখ মফিজুর রহমান পলাশ	১৪	সদস্য
	৩	জনাব এস,এম মনিরুজ্জামান	২	সদস্য
	৪	জনাব খাদিজা সুলতানা	সংরক্ষিত আসন নং-৪	সদস্য

স্থায়ী কমিটি	ক্রঃ নং	নাম	ওয়ার্ড / সংরক্ষিত আসন নং	পদবি
(১৭) গ্যারেজ স্থায়ী কমিটি	১	জনাব জেড এ মাহমুদ	২৪	সভাপতি
	২	জনাব মোঃ আলী আকবর	২৫	সদস্য
	৩	জনাব আলহাজ্ব ইমাম হাসান চৌধুরী ময়না	২৩	সদস্য
	৪	জনাব এস,এম, খুরশিদ আহম্মেদ	১৩	সদস্য
	৫	জনাব মোঃ জাকির হোসেন বিপ্লব	১৯	সদস্য

স্থায়ী কমিটি	ক্রঃ নং	নাম	ওয়ার্ড / সংরক্ষিত আসন নং	পদবি
(১৮) নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	১	জনাব মাজেদা খাতুন	সংরক্ষিত আসন নং-৯	সভাপতি
	২	জনাব রাফিজা	সংরক্ষিত আসন নং-৩	সদস্য
	৩	জনাব কনিকা সাহা	সংরক্ষিত আসন নং-৮	সদস্য
	৪	জনাব মনিরা আক্তার	সংরক্ষিত আসন নং-১	সদস্য
	৫	জনাব খাদিজা সুলতানা	সংরক্ষিত আসন নং-৪	সদস্য

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৪। সিটি কর্পোরেশন আইন-২০০৯ এর ৪৩ ধারা অনুযায়ী খুলনা সিটি কর্পোরেশনের "খসড়া বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩" প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** সিটি কর্পোরেশন আইন-২০০৯ এর ৪৩ ধারা অনুযায়ী খুলনা সিটি কর্পোরেশনের খসড়া "বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩" সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, আইনে আছে বিগত অর্থ বছরের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন পরের বছরে প্রকাশ করতে হবে এবং তা সাধারণ সভায় অনুমোদন নিয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। তাই তিনি প্রস্তুতকৃত খুলনা সিটি কর্পোরেশনের খসড়া "বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩" অনুমোদনের অনুরোধ করেন। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** এবং উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ "বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩" অনুমোদনে সহমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে সিটি কর্পোরেশন আইন-২০০৯ এর ৪৩ ধারা অনুযায়ী খুলনা সিটি কর্পোরেশনের "খসড়া বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩" অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৫। মহামান্য হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্ট বিভাগে কেসিসি কর্তৃক নিয়োগকৃত আইনজীবীদের বিভিন্ন মামলার বিল প্রদানের বিষয়ে মাননীয় মেয়র মহোদয়কে ক্ষমতা অর্পন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** মহামান্য হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্ট বিভাগে কেসিসি কর্তৃক নিয়োগকৃত আইনজীবীদের বিভিন্ন মামলার বিল প্রদানের বিষয়ে মাননীয় মেয়র মহোদয়কে ক্ষমতা অর্পন সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, বর্তমানে কেসিসি'র বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর মামলা হচ্ছে। মামলার ক্ষেত্রে আইনজীবীর ফিস্ ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ আগে ৪/৫ লক্ষ টাকা খরচ দেখানো হতো। এখন একটা টার্গেট করে এ খরচ মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে মামলার ক্ষেত্রে ১,২০,০০০/-(একলক্ষ কুড়ি হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, কেসিসি'র বিভিন্ন বিষয়ে মামলার পরাজয় হচ্ছে, এর কারণ জানতে হবে। তাছাড়া মহেশ ট্যাংক পুকুরের জায়গা দানকারীর শর্ত ছিল যে, জায়গাটি পুকুর হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। অন্য কোন কাজে ব্যবহার করতে গেলে সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কিন্তু সাবেক পৌরসভার চেয়ারম্যান মোঃ সিরাজুল ইসলামের আমলে জায়গাটি তার স্ত্রীর নামে লিখে দেন। কিন্তু এ বিষয়ে সাধারণ সভার কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। পরবর্তীতে কেসিসি কর্তৃক মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং উক্ত মামলা বিচারাধীন রয়েছে। **জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** বলেন, উজ্জ্বল কুমার সাহা সম্পর্কে মামলার রায় গতকাল মহামান্য অ্যাপিলেট ডিভিশনে স্ট্রে হয়ে গেছে। কেসিসি'র বিভিন্ন বিষয়ে মামলা পরিচালনায় মহামান্য হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্ট বিভাগে কেসিসি কর্তৃক নিয়োগকৃত আইনজীবিদের মামলার বিল প্রদানে মাননীয় মেয়র মহোদয়কে ক্ষমতা অর্পণ বিষয়ে উপস্থিত সকলেই একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে মহামান্য হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্ট বিভাগে কেসিসি কর্তৃক নিয়োগকৃত আইনজীবিদের বিভিন্ন মামলার বিল প্রদানের বিষয়ে মাননীয় মেয়র মহোদয়কে ক্ষমতা অর্পণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা ও হিসাব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৬। বাইতুল ঈমান জামে মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বের এলাকাকে "প্রান্তিক আবাসিক এলাকা" নামে নামকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** বাইতুল ঈমান জামে মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বের এলাকাকে "প্রান্তিক আবাসিক এলাকা" নামে নামকরণ সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত বলার জন্য কেসিসি'র প্রধান পরিকল্পনাবিদকে অনুরোধ জানান। **জনাব আবির উল জব্বার, প্রধান পরিকল্পনাবিদ,** কেসিসি বলেন, কেসিসি'র ২৪নং ওয়ার্ডে বাইতুল ঈমান জামে মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বের এলাকাটি ইতোপূর্বে কোন নামকরণ করা ছিল না। অথচ ড্যাপে ঐ এলাকাটি আবাসিক এলাকা হিসেবে চিহ্নিত আছে। তাই সেখানকার অধিবাসীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ঐ আবাসিক এলাকাটি 'প্রান্তিক আবাসিক এলাকা' নামে নামকরণ করা যেতে পারে মর্মে তিনি মন্তব্য করেন। **জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭** বলেন, কোন এলাকা নামকরণে এলাকাবাসীদের পক্ষ থেকে সিটি কর্পোরেশনে আবেদন করার নিয়ম আছে। **মাননীয় মেয়র মহোদয়সহ** উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ এ বিষয়টি অনুমোদনে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে বাইতুল ঈমান জামে মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বের এলাকাকে "প্রান্তিক আবাসিক এলাকা" নামে নামকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ ও রাজস্ব বিভাগ

<table>
<tr><th>আলোচ্যসূচি</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়ন</th></tr>
<tr>
<td>৭। খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত কেসিসি পেট্রোলিয়ামে কর্মরত ১৪জন শ্রমিকের বর্ধিত বেতন ভূতাপেক্ষিক অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।</td>
<td>জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব) খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত কেসিসি পেট্রোলিয়ামে কর্মরত ১৪জন শ্রমিকের বর্ধিত বেতন ভূতাপেক্ষিক অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, তাদের বেতন বাড়ানোর বিষয়ে নির্বাচনের আগে মেয়র মহোদয়ের অঙ্গিকার ছিল। উক্ত পেট্রোলিয়াম পাম্পটি লাভজনক বিধায় কেসিসি পেট্রোলিয়ামের স্টাফদের বেতন বাড়ানো যায়।

জনাব এ্যাডঃ মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু, সম্মানিত মেয়র প্যানেলের সদস্য ও কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-৫, পেট্রোলিয়ামের শ্রমিকরা আউট সোর্সিং না মাষ্টাররোলে আছে তা জানতে চান। তিনি উক্ত শ্রমিকদের বেতন বর্ধিত করার বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

মাননীয় মেয়র মহোদয় কেসিসি পেট্রোলিয়ামে বিভিন্ন পদে কর্মরত ১৩ জন শ্রমিকের দাপ্তরিক/প্রশাসনিক অনুমোদনকৃত নির্ধারিত বর্ধিত বেতন প্রদান করার অভিমত ব্যক্ত করেন। তবে তার মধ্যে গাড়ীর সার্ভিসিং কাজে নিয়োজিত ৩জন কর্মচারীর বেতন জনপ্রতি ২,০০০/- হারে বৃদ্ধি করার জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন।</td>
<td>বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত “কেসিসি পেট্রোলিয়ামে” কর্মরত নিম্নোক্ত শ্রমিকদের দাপ্তরিক/প্রশাসনিক অনুমোদনকৃত বর্ধিত বেতন ফেব্রুয়ারি/২০২৪ মাস হতে প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
<table>
<tr><th>ক্র: নং</th><th>কর্মচারীর সংখ্যা</th><th>পূর্বে সর্বসাকুল্যে মাসিক বেতন</th><th>নতুন বেতন বৃদ্ধি</th><th>মাসিক যাতায়াত ভাতা</th><th>সর্বসাকুল্যে মাসিক বেতন</th></tr>
<tr><td>(১)</td><td>ম্যানেজার-১</td><td>৯,০০০/-</td><td>৩,০০০/-</td><td>১,৫০০/-</td><td>১৩,৫০০/-</td></tr>
<tr><td>(২)</td><td>ক্যাশিয়ার-২</td><td>৭,৫০০×২= ১৫,০০০/-</td><td>৩,০০০×২= ৬,০০০/-</td><td>১৫০০×২= ৩,০০০/-</td><td>২৪,০০০/-</td></tr>
<tr><td>(৩)</td><td>নজেলম্যান-৭</td><td>৬,০০০×৭= ৪২,০০০/-</td><td>৩,০০০×৭= ২১,০০০/-</td><td>১৫০০×৭= ১০,৫০০/-</td><td>৭৩,৫০০/-</td></tr>
<tr><td>(৪)</td><td>গাড়ীর সার্ভিসিং
(ক) হেড মিস্ত্রি-১
(খ) হেলপার-২</td><td>
৪,০০০×১= ৪,০০০/-
৩,০০০×২= ৬,০০০/-</td><td>
২,০০০×১= ২,০০০/-
২,০০০×২= ৪,০০০/-</td><td>
-
-</td><td>
৬,০০০/-
১০,০০০/-</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>সর্বমোট=</td><td>১,২৭,০০০/-</td></tr>
</table>
</td>
<td>হিসাব বিভাগ</td>
</tr>
</table>

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৮। পবিত্র ঈদ-উল-আযহা-২০২৩ উপলক্ষ্যে কেসিসি'র ১৩৮ জন মহিলা শ্রমিকের শাড়ি ক্রয় বাবদ ভান্ডার শাখার সহকারি রফিকুল ইসলামের নামে অগ্রীম উত্তোলনকৃত ৭৫,৯০০/-(পঁচাত্তর হাজার নয়শত) টাকা ভাউচারের মাধ্যমে অগ্রীম সমন্বয় সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** পবিত্র ঈদ-উল-আযহা-২০২৩ উপলক্ষ্যে কেসিসি'র ১৩৮ জন মহিলা শ্রমিকের শাড়ি ক্রয় বাবদ ভান্ডার শাখার সহকারি রফিকুল ইসলামের নামে অগ্রীম উত্তোলনকৃত ৭৫,৯০০/-(পঁচাত্তর হাজার নয়শত) টাকা ভাউচারের মাধ্যমে অগ্রীম সমন্বয় সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** এবং উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ বর্ণিত ব্যয়িত অর্থ অনুমোদন এবং অগ্রিম উত্তোলনকৃত অর্থ সমন্বয়ের জন্য একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে পবিত্র ঈদ-উল-আযহা-২০২৩ উপলক্ষ্যে কেসিসি'র ১৩৮ জন মহিলা শ্রমিকের শাড়ি ক্রয় বাবদ ভান্ডার শাখার সহকারি রফিকুল ইসলামের নামে অগ্রীম উত্তোলনকৃত ৭৫,৯০০/-(পঁচাত্তর হাজার নয়শত) টাকা ব্যয় অনুমোদন এবং তা ভাউচারের মাধ্যমে উক্ত অগ্রিম সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ ও ভান্ডার শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৯। বিবিধ-১	**জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৯, কেসিসি বলেন,** তার ওয়ার্ডে ট্যাংক রোড ও টিবিক্রস রোডে স্যুয়োরেজ এর কাজ হয়ে গেছে। তবে ছোট ছোট গলি পথের কাজ অনেকদিন ধরে পড়ে আছে। এ কাজগুলো যাতে দ্রুত সম্পন্ন হয় সে জন্য তিনি মেয়র মহোদয়ের সদয় সুদৃষ্টি কামনা করেন। **জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭** বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রাথমিক পর্যায়ে স্যানিটেশন, কঠিন বর্জ্য, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, মাঠ পর্যায়ে সংবেদনের জন্য বিভিন্ন শর্তে ওয়ার্ড ভিত্তিক জরিপের আগে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরকে অবহিত করতে হবে এবং প্রতি মাসে অগ্রগতির প্রতিবেদন কেসিসিতে দাখিল করার কথা বলা হয়েছে। ১২/১২/২০২৩ তারিখে স্বাক্ষরিত SNV'র চিঠি এক মাস আগে লেখা হয়েছে। এর মধ্যে কাউন্সিলরদের সাথে কেউ কোন যোগাযোগ করেনি। ইতোপূর্বে SNV আমাদের অনেক বড় বড় স্বপ্ন দেখিয়েছিল, কিন্তু তা বাস্তবায়ন হয়নি। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, SNV'র চিঠির বিষয়টি সাধারণ সভায় আলোচনার বিষয় না। এটার একটা নতুন করে প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। স্থানীয় কাউন্সিলরদের সাথে যোগাযোগ করে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং চিঠি দিয়ে তাদেরকে সে বিষয়টি জানিয়ে দেয়া হয়েছে।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে প্রেরিত পত্রের আলোকে SNV-কে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	পূর্ত বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিবিধ-২	**জনাব মোঃ শাহাদাত মিনা, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১,** কেসিসি বলেন, তার ওয়ার্ডের প্রয়োজনে স্কেভেটরের জন্য আবেদন দেয়া হয়েছিল। তার প্রেক্ষিতে বড় বড় ড্রেনে দুই দিন কাজ করে তাকে না জানিয়ে স্কেভেটর নিয়ে চলে এসেছে। ওয়ার্ডের শ্রমিক দিয়ে ঐ সব ড্রেনে কাজ করানো সম্ভব না। তাই তার ওয়ার্ডে দুই এক মাসের মধ্যে স্কেভেটর আর পাওয়া যাবে কি না তিনি জানতে চান। তাছাড়া তিনি তার জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছেন বিধায় ছোট-খাটো অনেক রাস্তা-ঘাট সংস্কার বা তৈরি করা দরকার। সন্তান হিসেবে তিনি মেয়র মহোদয়ের কাছে তার ওয়ার্ডের প্রতি সুনজর প্রদানের দাবী জানান। জনাব মোঃ আনিসুর রহমান, প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা বলেন, ১নং ওয়ার্ডের যে ড্রেনটি স্কেভেটর দিয়ে কাজ শুরু করা হয়েছিল তা পাঁচদিন কাজ করে শেষ করা হয়েছে। তার পরে স্কেভেটর অন্য ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে সভা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, শুধুমাত্র খালিশপুর অঞ্চলের জন্য একটা স্কেভেটর থাকবে এবং তা দিয়ে ঐ জোনে ভালভাবে কাজ করা যাবে। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, স্কেভেটরের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এ প্রশ্নের উত্তর দিবেন। ওয়ার্ডের চাহিদা মোতাবেক বড় বড় ড্রেনের পেড়িমাটি উত্তোলনের জন্য আবেদন করলে স্কেভেটর ও ট্রলি যা প্রয়োজন সবই কঞ্জারভেন্সি অফিসার ব্যবস্থা করবেন মর্মে তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে ওয়ার্ডের চাহিদা মোতাবেক ড্রেনের পেড়িমাটি উত্তোলনে স্কেভেটরের জন্য আবেদন করলে দায়িত্বশীল কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	যানবাহন (গ্যারেজ) শাখা ও কন: শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিবিধি-৩	**জনাব শেখ হাসান ইফতেখার চালু,সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৬,** কেসিসি বলেন, তার ওয়ার্ডে লোকবলের সমস্যা আছে। একজন অফিস পাহারাদার, একজন শ্রমিক মারা গেছে। এবং অন্য একজন শ্রমিক বদলি হয়ে চলে গেছে। তার এলাকায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার রয়েছে। শ্রমিক স্বল্পতার কারণে ওয়ার্ড এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব হচ্ছে না। তার ওয়ার্ডের জন্য জনবলের চাহিদা দেয়া হয়েছে। তা পূরণ করার অনুরোধ জানান। এছাড়া খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে মুক্তিযোদ্ধাদের নামে সড়কের নামকরণ করার অনুরোধ জানান। **জনাব এস,এম মনিরুজ্জামান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২,** কেসিসি বলেন, তার ওয়ার্ডে লো-কস্ট এবং নিবিড় আবাসিক এলাকা নামে কেডিএ'র দুইটি আবাসিক এলাকায় সাতশত এর অধিক প্লট রয়েছে। প্রতিদিন সকালে সেখানকার কোন না কোন বাড়ির মালিক তার কাছে ফোন দেয় ড্রেন জ্যাম হয়ে গেছে সেটা পরিষ্কার করার জন্য। তার ওয়ার্ডে শ্রমিক মাত্র ৮জন, ঝাড়ুদার মারা গেছে এবং লোকবল একেবারেই নাই। পাশাপাশি তার ওয়ার্ডে তিনটি বাজার (১) রেলিগেট বাজার (২) ফুলবাড়ি গেট বাজার ও (৩) বাদামতলা বাজার। কেডিএ'র পক্ষ থেকে বাজারের কোন মেইনটেনেন্স করে না। তাদের প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে এ সবের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা তারা করে না। তাই তিনি তার ওয়ার্ডে লোকবলের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, কোন রাস্তার নামকরণ করতে হলে এলাকার লোকজনের স্বাক্ষরিত আবেদন করতে হবে এবং সাধারণ সভার মাধ্যমে অনুমোদন হলে ঐ রাস্তার নামকরণ করা হবে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে (১) ওয়ার্ডের জনবলের বিষয়ে প্রশাসনিকভাবে ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। (২) রাস্তার নামকরণের বিষয়ে এলাকার জনগণের স্বাক্ষরিত আবেদন কেসিসিতে জমা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	প্রশাসনিক শাখা পূর্ত বিভাগ ও রাজস্ব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিবিধি-৪	**জনাব এ্যাডঃ মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু, সম্মানিত মেয়র প্যানেলের সদস্য ও কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-৫, কেসিসি** বলেন, ১৪নং ওয়ার্ডে তার বাড়ির সামনের রাস্তাটির কাজ যাতে দ্রুত সম্পন্ন হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। তার এলাকায় (১৪নং ওয়ার্ড) স্যুয়োরেজ কাজ করার অনুরোধ করেন। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, স্যূয়োরেজ এর কাজ ১ম ফেজে খুলনা অঞ্চলে, ২য় ফেজে খালিশপুর এলাকায় এবং ৩য় ফেজে দৌলতপুর এলাকায় করবে। এরপর হাজী মালেক এলাকায় এই কাজ হওয়ার পর ৫/১০ বছরে তারা আর কাজ করতে পারবে না। **জনাব মোঃ সাহিদুর রহমান,সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৮,** কেসিসি বলেন, তারা প্রায় তিনমাস কেসিসি'র নতুন পরিষদের দায়িত্বে আছেন এবং প্রায় অর্ধেক কাউন্সিলর নতুন হওয়ায় অনেক সমস্যা বিরাজমান। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের আওতায় গভর্ণমেন্ট/নন-গভর্ণমেন্ট সংস্থা বা বিভিন্ন এনজিও এর সাথে কাউন্সিলরদের এ পর্যন্ত কোন আলাপ-আলোচনা হয়নি। তাদের ডেকে ডেকে কথা বলতে হয়। যে সব বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও ওয়ার্ডে কাজ করে এবং কি কি কার্যক্রম তারা চালায় তা তাদের জানা নেই। তারা জনগণের স্বার্থে কতটুকু কাজ করছে, কি কাজ করছে সে বিষয়ে তদারকি ও দেখভাল করা এবং এগুলোর একটা ডাটা নেয়া অনেক জরুরি। আর একটি বিষয় হলো সরকারি নিয়মানুযায়ী সাধারণ সভায় বিভিন্ন দপ্তরের আমন্ত্রিত প্রতিনিধি থাকেন বিধায় অনেক ক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা বলা অসম্ভব হয়ে যায়। আসবাবপত্র,জনবলসহ বিভিন্ন সমস্যার কথা সবার সামনে আলোচনা করা যায় না। সে কারণে আমাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা প্রাণ খুলে বলার জন্য একটি বিশেষ সভা করার অনুরোধ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে NGO এবং সম্মানিত কাউন্সিলরদের সাথে একটি সভা আহবান করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিবিধি-৫	**মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, করোনার পর পরই খুলনা সিটিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৮৬,০০০(ছিয়াশি হাজার) টিসিবি কার্ড দিয়েছিলেন। এ কার্ডগুলো সাধারণ ওয়ার্ড ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরদের মাধ্যমে এবং একটা অংশ অন্যদের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে নির্বাচনের পর জানা যায় যে, যারা উক্ত কার্ডগুলো বিতরণ করেছে তারা বিধি বহির্ভূতভাবে ওয়ার্ড এলাকার মানুষকে সব না দিয়ে নিজেদের আত্মীয়-স্বজনকে এবং স্বার্থ রক্ষার নিমিত্তে লোক পোষার জন্য অন্য এলাকার লোকদেরকে বেশ কিছু কার্ড বিতরণ করেছে। পুরাতন কাউন্সিলর যারা এ কার্ডগুলো দিয়ে গেছে নতুন কাউন্সিলরদের কাছে মাল দেয়ার সময় অনেকেই এলাকায় বসবাস করে না মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে টিসিবির উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এর সঙ্গে আলোচনা করে খুলনা শহরে ওয়ার্ড এলাকায় প্রদত্ত টিসিবি কার্ড বাতিল এবং যাচাই-বাছাই পূর্বক নতুন তালিকা প্রণয়নসহ একই সংখ্যক কার্ড পূণ: বিতরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে টিসিবি কর্তৃপক্ষ হতে অনুমোদন পাওয়ার পর কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	সম্পত্তি শাখা

অতঃপর সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সরকারি বিভিন্ন দপ্তর থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দসহ উপস্থিত সকলকে তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নম্বর-৪৬.১৩.০০০০.০০৯.০৬.০০৮.২৪-১৭২

তারিখ- ৩১/০১/২০২৪খ্রিঃ

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ

১। সম্মানিত মেয়র প্যানেলের সদস্য ও কাউন্সিলর, ওয়ার্ড/সংরক্ষিত আসন নং-....., খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

তালুকদার আব্দুল খালেক
মেয়র
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

নম্বর-৪৬.১৩.০০০০.০০৯.০৬.০০৮.২৪-১৭২(৭)

তারিখ-৩১/০১/২০২৪খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। .....
৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৪। বিভাগীয় প্রধান (সকল),খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৫। শাখা প্রধান (সকল),খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৬। সি.এ টু মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৭। সংশ্লিষ্ট নথি।

তালুকদার আব্দুল খালেক
মেয়র
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।